৯
ঢাকা জেলা ধোলাই খাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতির সভাপতিকে সম্প্রতি লেখা চিঠি

(সম্প্রতি এই চিঠিটি জনাব তাজিজুল হককে পাঠানো হয়। চিঠিটি লেখার উদ্দেশ্য চিঠির বক্তব্য থেকে সহজে অনুধাবন করা যাবে।)

তারিখ : ২১শে জুন, ১৯৯৩

মোঃ তাজিজুল হক (মাস্টার)
সভাপতি
ঢাকা জেলা ধোলাই খাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতি
৩৩ লালমোহন শাহ স্ট্রীট, ধোলাই খাল, ঢাকা ১১০০

জনাব তাজিজুল হক সাহেব,

এ বছর জানুয়ারী মাসে বিডিআই (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ বা বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ) এর বর্তমান সচীব ও কোষাধ্যক্ষ ডক্টর আশরাফ আলী তার বাংলাদেশ সফরকালে আপনাদের সমিতির সাধারণ সম্পাদক চুন্নু মিয়া, কোষাধ্যক্ষ শরিফ আহম্মদ এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর সভাপতি আবদুল খালেক সাহেবের সাথে দেখা করেন এবং সমিতির কর্মপদ্ধতি ও বর্তমান সমস্যাবলী সম্পর্কে আপনাদের মতামত শোনেন। এছাড়া জনাব আশরাফ আলী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বাপ্রবি) অন্তর্গত ইনস্‌টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী (আইএটি) কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় অনুকরণ প্রকৌশল প্রশিক্ষণ কর্মশালা (জানুয়ারী ৯-১৩, ১৯৯৩)-তেও আংশিকভাবে যোগদান করেন। চুন্নু মিয়া, শরিফ আহম্মদ, আবদুল খালেক সাহেব ও অন্যান্য উৎপাদকগণ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন তথা শিল্পায়নে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে জনাব আশরাফ আলীকে ওয়াকেবহাল করান।

(১) বিভিন্ন উৎপাদকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাংলাদেশে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনের সর্বপ্রধান সমস্যা হলো ''বাজার''। প্রথমতঃ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্ডার আসে না। বাংলাদেশে উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ও দামী যন্ত্রগুলি প্রায় সব সময়ই বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে উৎপাদিত যন্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয় না বললেই চলে।

(২) ''পুঁজি''র দুর্লভ্যতাকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে সনাক্ত করা হয়। যোগ্য উৎপাদক প্রায় কখনোই উপযুক্ত পরিমাণ পুঁজি যথা সময়ে পান না।

(৩) ‘‘প্রযুক্তি’’ তথা যন্ত্রের প্রযুক্তিগত গুণাগুণকে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

আইএটি আয়োজিত দ্বিতীয় অনুকরণ প্রকৌশল প্রশিক্ষণ কর্মশালার শেষ দিনের বক্তব্যে এবং আশরাফ আলীর সাথে কথা বলার সময় চুন্নু মিয়া একটি ‘‘বিশিষ্ট’’ ধারণার বিষয় গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘আইএটি, বুয়েট ও বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদগণ গোটা একটি যন্ত্রকে চিহ্নিত করে সেই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উৎপাদনের ভার কতিপয় উৎপাদকের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারে। এরপর এই প্রতিষ্ঠানগুলি গোটা যন্ত্রটি উৎপদনের সাথে জড়িত প্রযুক্তিগত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সাহায্য করতে পারে।’ ‘গোটা যন্ত্র’ ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনা একটি উত্তম ও বাস্তবায়নযোগ্য ধারণা বলে আমাদের কাছেও মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা আরো জানতে আগ্রহী।

আর কিছু বলার আগে বিডিআই এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে দেওয়া দরকার। বিডিআই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া স্টেটে রেজিস্ট্রীকৃত একটি ফেডারেল করমুক্ত, অলাভজনক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিডিআই প্রবাসী বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিত। বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াতে সঠিক ও কার্যকরীভাবে ইন্ধন যোগানোই হচ্ছে বিডিআই এর মূল লক্ষ্য। ধোলাই খাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উৎপাদন ক্রিয়াকাণ্ডকে উৎসাহদান করার উদ্দেশ্যে বিডিআই সম্প্রতি বাপ্রবি এর উপাচার্যের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি ‘‘জাতীয় উদ্ভাবন পুরষ্কার তহবিল’’ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ব্যাপারে আমরা যে প্রচারপত্র ব্যবহার করছি তার একটি কপি এবং সম্প্রতি প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির একটি কপি এই চিঠির সাথে জুড়ে দেওয়া হলো। এছাড়া বাংলাদেশের উৎপাদন কর্মকাণ্ডকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য বিডিআই নানা ধরণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

চুন্নু মিয়ার উল্লেখিত ‘গোটা যন্ত্র’ ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে আমরা এখানে কয়েকটি প্রস্তাব আপনাদের সকলের বিবেচনার জন্য পেশ করছি। একটি উদাহরণের সাহায্য নিলে প্রস্তাবগুলি সহজে অনুসরণ করা যাবে। মনে করা যাক, যে-কোন একটি যন্ত্রকে উল্লেখিত যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং মনে করা যাক যন্ত্রটিতে ১০০০টি যন্ত্রাংশ রয়েছে। ধরুন, যন্ত্রাংশগুলি আপনাদের সমিতির ১০০টি উৎপাদকের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলো। তাতে প্রতিটি উৎপাদক ১০টি যন্ত্রাংশ উৎপাদনের সুযোগ পাবেন।

(ক) যদি প্রতিটি উৎপাদকের বর্তমান গড়পরতা বাৎসরিক মুনাফা ২ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে ১০০ জন উৎপাদককে একত্রিত করলে মোট বাৎসরিক মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি টাকা। ১০০ জন উৎপাদক তাঁদের ব্যবসায়ের মালিকানা আলাদা আলাদা রাখবেন। কিন্তু নিজেদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ কাজ তাঁরা একত্রে করতে পারেন। অর্থাৎ প্রতিটি উৎপাদকের ব্যক্তিগত সুবিধার খাতিরে বিশেষ বিশেষ কাজ সমিতির মাধ্যমে করে নেওয়া যেতে পারে। ফলে ‘‘পুঁজি’’ সমস্যার আংশিক সমাধান হয়ে যাবে।

(খে) এই টাকা থেকে বছরে মাত্র ২৪ লক্ষ টাকা খরচ করলে জনপ্রতি মাসিক ২০০০০ টাকা বেতন দিয়ে ১০ জন প্রকৌশলী ও অন্যান্য কলাকুশলীকে একত্রে নিয়োগ করা সম্ভব। এই প্রকৌশলী ও পেশাদারগণ যন্ত্রাংশের ‘‘প্রযুক্তিগত গুণাগুণ’’ নিশ্চিতকরণ, বাজারজাতকরণ, ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকবেন। এঁরা প্রতিটি উৎপাদকের জন্য আলাদা আলাদাভাবে নিয়োজিত না হয়ে গোটা সমিতির আওতাধীনে কাজ করবেন।

এঁদের প্রথম কাজ হবে (১) উক্ত যন্ত্র উৎপাদনকারী দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলি খুঁজে বের করা এবং যন্ত্রাংশগুলির ডিজাইন স্পেসিফিকেশন বইগুলি সংগ্রহ করা, (২) যন্ত্রগুলি

প্রকৌশলী মতে উৎপাদন করার জন্য ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অনুসারে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী অংকগুলি কষে নীল নক্সা তৈরী করা, (৩) যন্ত্রগুলি তৈরী হবার পর সেগুলি ডিজাইন স্পেসিফিকেশনের শর্তগুলি পূরণ করেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা, পরীক্ষার ফলাফল সঠিকভাবে রেকর্ড করে রাখা এবং পরে রেকর্ডগুলি বিশ্লেষণ করে বিন্যাস করা, (৪) উৎপন্ন যন্ত্রগুলির ছবিসহ রঙীন বইসমূহ এবং বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে যন্ত্রগুলি সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা এবং (৫) পরিশেষে ঐ যন্ত্র উৎপাদনকারী দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলিতে গিয়ে যন্ত্রগুলির প্রযুক্তিগত গুণাগুণ ও দরদাম সম্পর্কে বলা। এভাবে অগ্রসর হলে অগণিত যন্ত্রাংশ বিক্রি করা যাবে এবং নিযুক্ত কলাকুশলীদের বেতনের তুলনায় বহুগুণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে।

(গ) সার্বিক মুনাফা বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সরকারী রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং তৎসঙ্গে (উদাহরণস্বরূপ) শিল্প ও বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী আমলা ও মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়া। মনে করা যাক, মুনাফার শতকরা ১০ ভাগ এই বেতন বৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধাদির খাতে গেল। উপরে (ক)-তে উল্লেখিত ২ কোটি টাকা মুনাফার শতকরা ১০ ভাগে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা হয়। ভবিষ্যতে মুনাফা বাড়লে এই বেতন ও সুযোগ সুবিধার পরিমাণ বিরাট অংকে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ''বাজার'' সমস্যা সমাধানের আশা নিয়ে বেতন বৃদ্ধি ও সুযোগ সুবিধাদির কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হচ্ছে। যদিও সরকারের বেতন স্কেল ও সুযোগ সুবিধাদি সব রকম আমলাদের জন্য একই নিয়ম-কানুন মেনে চলে, তথাপি এই প্রস্তাবকে একটা অতিশয় সরলীকৃত চিন্তা বা ফর্মূলা হিসাবে পেশ করা হচ্ছে। শুধুমাত্র একটি বিশিষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যই এটা করা হলো।

পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশে সরকারী আমলা ও মন্ত্রণালয় আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি ও প্রতিরক্ষা করে এবং বিদেশী বাজার করায়ত্ত করার কাজে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর কারণ হলো, স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের সাথে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে। সকল সরকারী কর্মকর্তার উচ্চতর বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধালাভের মাধ্যমে এই কল্যাণ প্রতিফলিত হয়। ঠিক একই কারণে এখানে মুনাফার শতকরা ১০ ভাগকে বেতন বৃদ্ধির খাত হিসেবে আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

আশা করা যায় যে, এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলে আপনাদের তৈরী যন্ত্রাংশের গুণগত মান ও বিক্রি বাড়বে। প্রস্তাবগুলি 'গোটা যন্ত্র' ভিত্তিক উৎপাদন এবং বিচ্ছিন্ন যন্ত্রাংশ উৎপাদন উভয়ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সমিতির মাধ্যমে উপরোক্ত পন্থাগুলি অবলম্বন করে যৌথভাবে কাজ সম্পাদন করা একটি অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ কাজ এবং এতে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা অনেক কম। আপনাদের মতামত জানাবেন। বিডিআই এ ব্যাপারে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আপনাদের সুবিধার্থে এই চিঠির কপি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পাঠানো হলো।

ইতি,

ডক্টর শাহ মোঃ ইউনুস
সভাপতি

বিডিআই
১৫১৬০ সাউথ-ইষ্ট ৫৪থ প্লেস
বেলভিউ, ওয়াশিংটন ৯৮০০৬
ইউএসএ

কপি :

১। জনাব আবুল আহসান, রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ এমব্যাসী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়াশিংটন, ডিসি।
২। ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩। ডক্টর নূরুল ইসলাম, পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪। ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী, সভাপতি, ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ।
৫। ডক্টর আলী আফজাল, অবসারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, গণিতশাস্ত্র, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬। চুন্নু মিয়া, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা ধোলাই খাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতি।
৭। শরিফ আহম্মদ, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা জেলা ধোলাই খাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতি।
৮। আবদুল খালেক, সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)।
৯। বেগম খালেদা জিয়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(সমাপ্ত)